গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা

মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারী ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোস্তফা কামাল সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	৩১-০৩-২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা।
স্থান	সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সংস্থাসমূহের প্রধানগণ, প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন**	কোন সংশোধনী না থাকায় গত ২৮-০২-২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	গত ৩১-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী আলোচনাপূর্বক কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়করণ বা নিশ্চিত করা হলো।	

২.	**বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি**	মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিম লিডার সভায় জানান যে, এপিএ’র বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট/বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সভা করা হয়েছে। শুদ্ধাচার ও অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ২৫-০৩-২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (বন্দর) এর সভাপতিত্বে সিটিজেন চার্টার বিষয়ে বিআইডব্লিউটিসি’তে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আগামী ০৯-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে তৃতীয় প্রান্তিকের অর্জন/প্রতিবেদন নিশ্চিতকরনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। সভাপতি এপিএ’র কোন কমপোনেন্ট বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে সংস্থা প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য টিম লিডারদের সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি এর কোয়াটার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা সকল এপিএ টিম নিয়মিত সভা করবে। ২. বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি এর ২০২৩/২৪ ৩য় কোয়াটারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়, সকল দপ্তর/সংস্থার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৩. এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দ্রুত দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের নজরে আনতে হবে। ৪. আগামী ০৯-০৪-২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে তৃতীয় প্রান্তিকের অর্জন/প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে আপলোড করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধান (সকল)। ২.এপিএ টীম লিডার নৌপম।

৩.	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**	সিস্টেম এনালিস্ট নৌপম, সভায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থাসমূহের ই-নথি/ডি-নথি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ৮৫% ফাইল ই-নথিতে সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে। সে মতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানুয়ারি মাসে ৯৩% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করেছে। সংস্থাসমূহের অগ্রগতি সন্তোষজন। সভায় জানানো হয় যে, এ বিষয়ে নৌপরিবহন অধিদপ্তর ১০০% ই-নথিতে এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট ১০০% ফাইল ডি-নথিতে নিষ্পন্ন সম্পন্ন করেছে। তিনি আরো জানান, আগামি ১১-২১ এপ্রিলের মধ্যে এটুআই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ই-নথি থেকে ডি-নথিতে স্থানান্তরকরণ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। উক্ত সময়ে ই-নথি/ডি-নথির কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ থাকবে। হার্ড ফাইলে নথি নিষ্পত্তি করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ই-নথি থেকে ডি-নথি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া অর্থবছর শেষে জুন/জুলাই মাসে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় যোগযোগ রাখতে হবে। সভাপতি ই-নথিতে শতভাগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তি না করে ই-নথি/ডি-নথিতে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ। ২. সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপম। ৩. ইনোভেশন টিম, নৌপম ৪. যুগ্মসচিব, (প্রশাসন) নৌপম। ৫. সিষ্টেম এনাল্টি নৌপম।

৪.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে,দপ্তর/সংস্থার বর্তমানে সাধারণ আপত্তির মোট সংখ্যা ৪৩১টি, অগ্রিম আপত্তির মোট সংখ্যা ৮০৫টি, খসড়া (সংকলন) আপত্তির মোট সংখ্যা ১৬৩টি, মোট আপত্তির সংখ্যা ১৩৯৯ ও জড়িত টাকা পরিমান ১৪৪৫৫.৫৯২৮ (চৌদ্দ হাজার চারশত পঞ্চান্ন কোটি উনষাট লক্ষ আটাশ হাজার টাকা মাত্র)। মোট নিষ্পত্তি (সাধারণ ৪০টি+অগ্রিম ৩৯টি) ৭৯টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত জড়িত অর্থের পরিমাণ ৪০২.৩৮৬৮ (চারশত দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা মাত্র)। উপসচিব (আইন ও অডিট) সভায় জানান প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার সর্বোচ্চ আর্থিক সংশ্লেষ থাকা ৫টি অডিট আপত্তি নিয়ে সভা করা হয়েছে; তার অধিকাংশ আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ত্রিপক্ষীয় সভায় দপ্তর/সংস্থার সুপারিশকৃত আপত্তিসমূহের প্রমাণকের আলোকে অডিট অধিদপ্তর হতে পর্যায়ক্রমে নিষ্পত্তিপত্র পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরো জানান সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে পর্যায়ক্রমে ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত থাকবে। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ সভায় জানান, তার দপ্তরের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সভাপতি ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে। ২. সকল দপ্তর/সংস্থার পরবর্তী সবচেয়ে বড় ৫টি (টাকার অংকে) অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. ঢাকার বাহিরে অবস্থিত দপ্তর/সংস্থার বেশী সংখ্যক অডিট আপত্তি নিয়ে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা করে তা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপম।

৫.	**দেওয়ানী ও রিট মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, প্রতিবেদনাধীন মাস (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সর্বমোট মামলা ৭৫৬টি। তন্মধ্যে ৬৭৩ টির জবাব দাখিল করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ০৬টি। সভাপতি বলেন যে, কোন মামলায় আদালতের আদেশ থাকলে তা প্রতিপালন করতে হবে। নতুবা সলিসিটর উইং এর মাধ্যমে আপিল দায়ের করতে হবে। কোন শাখায় মামলা বিষয়ক কাজ পেইন্ডিং থাকলে তা উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নজরে আনতে হবে।	১. মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা জড়িত মামলায় সরকার পক্ষের মামলার জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হবে। ২. অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা ,নৌপম।
৬.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। সভাপতি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কোন আবেদন পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইট আপলোড করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
৭	**নাম পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত**	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, মোবক, বাস্থবক, জানরক এবং পাবক এর পদনাম/পদবি পরিবর্তন বিষয়ে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয় হতে জিও জারি করা হয়েছে। মোবক, বাস্থবক এবং পাবক এর পদনাম/পদবি পরিবর্তন এ অংশটুকু কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। বিআইডব্লিউটিসি’র অর্গানোগ্রামভুক্ত সচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিব পদনাম এর পরিবর্তে উপযুক্ত পদনাম সংশোধনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুসারে ০৩-১০-২০২৩ তারিখে পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ’র পদনাম/পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে জনপ্রশাসন	১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. প্রশাসন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও ২.চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ চবক/মোবক/পাবক/ বাস্হবক/বিআইডব্লিউটিএ ও এমডি বিএসসি ৩. উপসচিব (বিএসসি) অধিশাখা ,নৌপম।

		মন্ত্রণালয় থেকে গত ১৬-০৮-২০২২ তারিখে অনুমোদন পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে বিআইডব্লিউটিএ'র পদনাম/পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের নিমিত্ত গত ১৪-০২-২০২৩ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ ৩১-০৮-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ'র বিভিন্ন পদনাম পরিবর্তনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। এ প্রেক্ষাপটে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের 'ক' শর্ত মোতাবেক প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ-কে গত ১২-০৯-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। এছাড়াও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সচিবের নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মতে সকল দপ্তর/সংস্থার নাম পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৮	**বিবিধ:**			

	৮.১ বিআইডব্লিউটিএর ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ সংক্রান্ত।	সহকারী সচিব (টিএ) সভায় জানান যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে বিআইডব্লিউটিএ'র বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা- ১) জনাব এস এম ফেরদৌস আলম-কে আহবায়ক করে ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গত ১৪-০৬-২০২২ তারিখে গঠন করা হয়। গত ২২-১১-২০২২ তারিখে কমিটির আহবায়কের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান এ বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২১-০৬-২০২৩ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়) মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৭-১০-২০২৩ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'র ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত উপ-কমিটির ১ম সভা ১৫-১১-২০২৩ তারিখে, ২য় সভা ৭-১২-২০২৩ তারিখে এবং ৩য় সভা ০১-০১-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩১-০১-২০২৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি'র ২য় সভার সিদ্ধান্ত পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৫-০২-২০২৪ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	১.বিআইডব্লিউটিএ'র বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. কার্যবিবরণী গুলোর সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও ২.সহকারী সচিব (টিএ), নৌপম।

	৮.২ বিভাগীয় মামলার তথ্য প্রেরণ।	উপসচিব (প্রশাসন) জানান যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) ২টি মামলা চলমান রয়েছে এবং ০২টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি। ১টি মামলা তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমাণ এবং ১টি মামলার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে তথ্য চাওয়া হয়েছে। সভাপতি দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণকে তাদের বিভাগীয় মামলা এবং EGMINS প্রকল্পের প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক ক্যাপ্টেন কে এম জসিম উদ্দিন সরকার এর পেনশন দ্রুত প্রদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করা এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় পেন্ডিং পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিভাগীয় মামলাসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. উপসচিব, (প্রশাসন-১ শাখা), নৌপম। ২. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ
	৮.৩ মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ সালের বাজেট বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	যথাযথভাবে মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, বাজেট শাখা, নৌপম।

	৮.৪ বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	উপসচিব (সভায়) জানান যে, গত ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ'র প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো যাচাই-বাছাই/পর্যালোচনা করার জন্য যুগ্মসচিব(টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে ৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক এ যাবত বিআইডব্লিউটি'র ১৭টি বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ৪টি সভা করে বিআইডব্লিউটি'র সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। গত ১৭-০৯-২০২৩ তারিখে কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব বরাবর দাখিল করে এবং ২৪-০৯-২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ বরাবর প্রেরণ করা হলেও কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। গত ২৮-০১-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত (ডিসেম্বর/২০২৩) এর মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত ৯.৪তে বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ থাকলেও বিআইডব্লিউটিএ হতে এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়নি। বিআইডব্লিউটিএ-কে পুনরায় ২৭-০২-২০২৪ তারিখে প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে।	১। বিআইডব্লিউটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২. সহকারী সচিব (টিএ), নৌপম।
	৮.৫ স্থলবন্দরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে সাংগঠনিক কাঠামোর তফসিল-১ সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে এটি ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটি ও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী	স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনে লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. চেয়ারম্যান (বাস্থবক) ২. সিনিয়র সহকারী সচিব (বাস্থবক), নৌপম

	৮.৬ পাবকের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ	চেয়ারম্যান (পাবক) জানান যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৮৪ ক্যাটাগরির ৭৬০টি পদ সৃজনের জন্য গত ০৫-১০-২০২৩ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ক্যাটাগরি ৯৫টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ কর্তৃক পদ সৃজনের চেকলিস্ট অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ গত ১১-০৩-২০২৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক নৌপরিবহন অধিদপ্তর জানান EGMINS প্রকল্পের জনবল নিয়োগের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। সভাপতি দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ এবং EGMINS প্রকল্পের জনবল নিয়োগের বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	পাবকের সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত হালনাগাদকরণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান (পাবক) ২. মহাপরিচালক (নৌপরিবহন অধিদপ্তর) ৩.সিনিয়র সহকারী সচিব পাবক, নৌপম।

	৮.৭ বিআইডব্লিউটিএ'র আওতাধীন সকল নদীবন্দরের ফোরশোর সমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি	বিআইডব্লিউটিএ'র নদী বন্দর সমূহের ফোরশোর(তীরভূমি) বিআইডব্লিউটিএ'র অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে ২৪-০৯-২০২৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয় এবং পুনরায় ২২-০১-২০২৪ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়-কে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের খাসজমি-২ শাখা হতে গত ১৯-০২-২০২৪ তারিখে ফোরশোরসমূহের হস্তান্তরের বিষয়ে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ'কে অনুরোধ করা হলো।	১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে ফোর শোরসমূহের হস্তান্তর গ্রহণ ও মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান (টিএ) ২. সহকারী সচিব (টিএ), নৌপম।
	৮.৮ স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধাণমালা হালনাগাদকরণ	স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালাহালনাগাদকরণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৯-১১-২০২৩ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৯-০১-২০২৪ তারিখে প্রবিধানমালার সংশোধনী প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ০৭-০৩-২০২৪ তারিখে ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটি ও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি প্রবিধানমালা দ্রুত হালনাগাদকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালাহালনাগাদকরণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান (বাস্থবক) ২. উপসচিব (বাস্থবক), নৌপম

	৮.৯ যাত্রীবাহী নৌযানসহ সকল জ্বালানী ও দাহ্য পদার্থ পরিবহনকারী নৌযানে ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	যাত্রীবাহী নৌযানসহ সকল জ্বালানী ও দাহ্যপদার্থ পরিবহনকারী নৌযানে ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ না হওয়ার প্রধান কারণ হলো নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত মাস্টার ও ড্রাইভারদের বাদ রেখে নৌযান মালিক নিয়ম পালন না করে তাদের পছন্দমত মাস্টার ও ড্রাইভার নিয়োগ প্রদান করেন। সভাপতি মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর সমন্বয় করে নৌযান পরিদর্শন করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।	যাত্রীবাহী নৌযানসহ সকল জ্বালানী ও দাহ্যপদার্থ পরিবহনকারী নৌযানে ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান (টিএ, টিসি) ২. অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা). ৩. মহাপরিচালক (নৌপরিবহন অধিদপ্তর)।
৯.	**অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ।**	উপসচিব (প্রশাসন) দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ সভাকে অবহিত করার অনুরোধ করেন। দপ্তর ও সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন।	প্রশাসন-১ অধিশাখা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা এবং দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা পরবর্তী সভায়উপস্থাপন করবে।	১. দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ ২.যুগ্মসচিব (সকল) ৩. উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), নৌপম
১০.	**বিবিধ রিপোর্ট/প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।**	উপসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর সভায় বলেছিলেন যে, তাঁর দপ্তর হতে অনেক রির্পোট প্রেরণ করা হচ্ছে যার আর প্রয়োজন নেই। তদপ্রেক্ষিতে সভাপতি উপসচিব প্রশাসন-১কে বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণকৃত রির্পোট রির্টানে তালিকা প্রস্তুত করতে বলেন। উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ের ০৬টি শাখা/অধিশাখা হতে ১২টি রির্পোট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইএমইডি এবং ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়। জাহাজ শাখাসহ ১০টি শাখা হতে কোন রির্পোট কোথাও প্রেরণ করা হয়না। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর তাঁর দপ্তর হতে কোথায় কোথায় কি কি রির্পোট প্রেরণ করা হয়, তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন বলে জানান।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিবিধি রিপোর্ট/প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১. উপসচিব, (প্রশাসন-১ শাখা), নৌপম। ২. সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ

১১	**দপ্তর/সংস্থার আন্ত:দেনা পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত।**	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ সভায় জানান যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিসি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং খাদ্য বিভাগে হতে প্রতিষ্ঠানিক পাওনা বকেয়া রয়েছে। এছাড়া চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি জানান, বিআইডব্লিউটিসি খাদ্য বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগের কাছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক পাওনা বকেয়া রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনাও রয়েছে। দেনা লেনদেনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি প্রাতিষ্ঠানিক পাওনা পরিশোধ জন্য বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল দপ্তর/সংস্থা তাদের আন্ত:দেনা পাওনা পরিশোধে এবং অন্যান্য সরকারি পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১. দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ ২. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ৩.উপসচিব টিসি ও সহকারি সচিব টিএ ।

চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ জানান, অবসর বিধিমালা ২০১৪ সালে চালু হবার পূর্বে বিআইডব্লিউটিএ হতে ১০৭জন

কর্মচারী পিআরএল চলে যায়। তারা পেনশন পাননি। পেনশনের জন্য অর্থবিভাগে আবেদন করলে তা না মঞ্জুর হয়ে যায়। ভূক্তভুগীগণ পেনশনের বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। সভাপতি বিধি মোতাবেক পেনশন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১২। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২৩.১৭

তারিখ: ২৫ চৈত্র ১৪৩০
০৮ এপ্রিল ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা

২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

মোঃ কুতুব উল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব